দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 17 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ......

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের খামখেয়ালী

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা মূল্যের বই বিতরণ শুরু হয়েছে। কিন্তু, এখনো ছাপার কাজই শেষ হয়নি। অথচ, ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষা বছর শুরু হয়ে গেছে। শুরু করা হয়েছে বই বিতরণ কার্যক্রমও। যে বই ছাপা শেষ করে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৮-এর মধ্যে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর কথা, সে বই ডিসেম্বর তো দূরের কথা জানুয়ারীর শেষার্ধেও ছাপাই সম্পন্ন হয়নি। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার রহস্যজনক ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিকল্পনাই সময়মতো বই ছাপা শেষ না হওয়ার প্রধান কারণ। এই রহস্য, এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতা যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করবে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জাতীয় জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের বিবেচনায় বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তার এই দায়িত্বহীনতা রীতিমত অপরাধ। উল্লেখ্য, বর্তমান পরিস্থিতিতে এক স্থানে যখন বিনামূল্যের বই বিতরণ হচ্ছে, তখন অন্যত্র বই বিতরণ হচ্ছে না। বই যারা পাবে, তারা পড়াশোনা শুরু করবে এবং যারা পাবে না, সেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়বে। দেশের কোমলমতি অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর হাতে যে সময়মত পাঠ্য বই তুলে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না—এর দায়-দায়িত্ব কে বহন করবে? তারা যে পড়াশোনায় পিছিয়ে যাচ্ছে তাই বা কি করে পুষিয়ে নেয়া যাবে?

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বই ছাপা এবং নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেয়ার সময়সীমা পেরিয়ে যাবার পর এ বিষয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় খবরাখবরও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কর্তৃপক্ষের তাতে টনক নড়েনি। এমন কোনো জরুরী ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেননি, যাতে সময়মত বই ছাপা শেষ করা যায়। রহস্যজনক কর্মকাণ্ড কর্তৃপক্ষের আরো রয়েছে। খবরে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, প্রথমতঃ প্রায় দেড় মাস দেরীতে টেন্ডারদাতাদের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ছাপার মেটিরিয়েল (পজেটিভ) সময়মত দেয়া হয়নি। তৃতীয়তঃ পজেটিভ দেয়া হলেও কাগজ সরবরাহ নিয়ে নানা ঘাপলা করা হয়। যেমন কার্যাদেশ দানের পর কাগজ দেয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয়নি এবং এক সাথে সব কাগজ না দিয়ে দফায়-দফায় দেয়া হয়েছে। এতে ছাপার কাজ পিছিয়ে যায়। বই ছেপে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে দেয়ার শেষ তারিখ চলে যাবার পরও কাগজ সরবরাহ শেষ করা হয়নি। এখনো ৬/৭ শতাংশ কাগজ সরবরাহ করা হয়নি। প্রকাশিত খবরে বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে, ছাপার কাগজ প্রস্তুতকারক কর্ণফুলী পেপার মিল কর্তৃপক্ষের সাথে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কথা অনুযায়ী মিল থেকে কাগজ সরবরাহ শেষ হবে জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে। কাজেই সঙ্গত প্রশ্ন, বই ছাপা ডিসেম্বর মাসে শেষ হয় কি করে?

বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন পরিকল্পনা এবং খামখেয়ালীপনা প্রায় প্রতিবছরই লক্ষ্য করা যায়। গত বছর এবং তার আগের কয়েক বছরেও সময়মত বোর্ডের বই ছাপা সম্ভব হয়নি। সেশন শুরু হয়ে গেলেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছেনি। বিঘ্নিত হয়েছে তাদের পড়াশোনা। অসংখ্য খবর প্রকাশিত হয়েছে, লেখালেখিও যথেষ্টই হয়েছে। এমনকি ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসবের থোরাই পরোয়া করেন। তা না হলে এবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয় হতো না। বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা যায়, পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজটি যথাসময়ে করতে না পারার কোন কারণ যেমন থাকতে পারে না, তেমনি সেই পাণ্ডুলিপি যথাসময়ে প্রকাশিত না হওয়ারও কোন যৌক্তিক কারণ নেই। আর এ দু'টি যদি সম্ভব হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে অবশ্যই বই পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কাজেই, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত সব ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতির মূলে রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, শৈথিল্য ও অনিয়ম। মেটেরিয়েল (পজেটিভ) দেরীতে দেয়া, কাগজ দেরীতে ও দফায় দফায় সরবরাহ করা এবং কাগজকলের সাথে চুক্তির সময় কাগজ সরবরাহের মেয়াদ সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণ না করা—ইত্যাদির পেছনে অযোগ্যতা, অদক্ষতা নাকি স্বার্থপ্রবণতা জড়িত রয়েছে—এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত। কারণ, পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের খামখেয়ালীপনা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, গোটা জাতির জন্য ভোগান্তি ও ক্ষতি ডেকে আনে।